উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস
(শেষ খণ্ড)

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

উমাইয়া খিলাফতের পতন

ও আব্বাসিদের উত্থান

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস
(শেষ খণ্ড)

উমাইয়া খিলাফতের পতন
ও আব্বাসিদের উত্থান

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ
যায়েদ আলতাফ
মহিউদ্দিন কাসেমী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : জুলাই ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৫০০, US $ 17. UK £ 12

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 78-984-96712-7-5

Umaia Khilafoter Pothon
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, এ গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে আমরা *উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস* সিরিজ পুরো করলাম। কাজটি দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছিল। নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে এখন পুরো সিরিজটি আপনাদের হাতে।

সিরিজটি আমরা মোট পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করেছি। সংশ্লিষ্ট খলিফার নামে প্রতিটি খণ্ডের আলাদা আলাদা নাম রেখেছি, যাতে পাঠক চাইলে যেকোনো খণ্ড আলাদাভাবে সংগ্রহ করতে পারেন। যদিও দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে আরও কজন খলিফা বা ব্যক্তির আলোচনা এসেছে, তবে তা সংক্ষিপ্ত। তাই ওই আলোচনা আমরা সংশ্লিষ্ট খণ্ডে যুক্ত করে দিয়েছি। আর যেহেতু প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের আলোচনা সংশ্লিষ্ট, তাই সেটি সংশ্লিষ্ট খণ্ডে রাখাই যুক্তিযুক্ত। মূল গ্রন্থের লেখক ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবিও প্রথম চার খণ্ড এভাবে আলাদা আলাদা করে প্রকাশ করেছেন।

এই খণ্ডের নাম আমরা *উমাইয়া খিলাফতের পতন ও আব্বাসিদের উত্থান* রেখেছি। এই খণ্ডে উমাইয়াদের শেষ ছয়জন খলিফার ধারাবাহিক জীবনী ও তাঁদের কর্মের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। যথাক্রমে ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিক, হিশাম ইবনু আবদুল মালিক, ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদ, ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালিদ, ইবরাহিম ইবনুল ওয়ালিদ ও মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ। পাশাপাশি উমাইয়া খিলাফতের পতন এবং আব্বাসি খিলাফতের উত্থান সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস সিরিজের খণ্ডগুলোর নাম :

১. মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান।

২. আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.।

৩. আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান।

৪. উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ.।

৫. উমাইয়া খিলাফতের পতন ও আব্বাসিদের উত্থান।

গ্রন্থটি দুজন গুণী অনুবাদক অনুবাদ করেছেন। প্রথম অধ্যায় যায়েদ আলতাফ, ভূমিকা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় অনুবাদ করেছেন মহিউদ্দিন কাসেমী। ভাষা ও

বানানের কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আলী আহমদ, মুতিউল মুরসালিন ও কাজী সাফওয়ান আহমাদ। বিভিন্ন নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, প্রয়োজনীয় টীকা ও নামের ইংরেজি উচ্চারণের কাজ করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত। এ ছাড়া আমাদের প্রতিটি কাজের মতো এটিতেও আমাদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে। অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, শিরোনাম-উপশিরোনাম ইত্যাদি বিন্যাস করা হয়েছে।

আমি আবারও মহান রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি। কাজের সঙ্গে জড়িত সবার কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে উপযুক্ত বদলা দান করুন।

গ্রন্থটির ভেতর-বাইরে কোনো ভুলত্রুটি নজরে পড়লে অবগত করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে সংশোধন করব।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১ জুন ২০২২

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১১

প্রথম অধ্যায়

আবদুল মালিকের দুই সন্তান ইয়াজিদ ও হিশাম # ১৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবদুল মালিকের ছেলে দ্বিতীয় ইয়াজিদ # ১৫

এক	: খিলাফতপূর্ব জীবন	১৫
দুই	: খিলাফতগ্রহণ	১৬
তিন	: ইয়াজিদের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ	২২
চার	: ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিকের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা	২৯
পাঁচ	: ইয়াজিদের শাসনামলে বিজয়াভিযানসমূহ	৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিশাম ইবনু আবদুল মালিক # ৫০

এক	: নাম, বংশ-তালিকা ও শৈশব	৫০
দুই	: খিলাফত লাভের প্রচেষ্টা ও খিলাফত লাভ	৫১
তিন	: হিশামের খিলাফত লাভ	৫৩
চার	: হিশামের চরিত্রের কিছু দিক	৫৪
পাঁচ	: হিশামের সন্তানসন্ততি ও পারিবারিক জীবন	৫৫
ছয়	: সামাজিক জীবন	৫৯
সাত	: আলিমদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক	৭১
আট	: উমাইয়া খিলাফত ও হিশামের শাসনামলে ইমাম জুহরির ভূমিকা	৭৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিশামের যুগে প্রশাসন ও অর্থব্যবস্থাপনা # ১০৪

এক	: প্রশাসনব্যবস্থা	১০৪
দুই	: অর্থব্যবস্থা	১০৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিশাম ইবনু আবদুল মালিকের সময় বিদ্রোহ # ১২২

এক	: জায়েদ ইবনু আলি ইবনু হুসাইনের বিদ্রোহ	১২২
দুই	: জায়েদ ইবনু আলির বিদ্রোহের কারণগুলো	১৪৫
তিন	: বায়আতগ্রহণ ও শাহাদাতবরণ	১৪৮
চার	: জায়েদের বিদ্রোহটি ব্যর্থ হওয়ার কারণ	১৫৪
পাঁচ	: জায়েদের বিদ্রোহের ব্যাপারে তখনকার আলিমদের অবস্থান	১৫৭
ছয়	: উমাইয়া খিলাফতে জায়েদ-হত্যার প্রভাব	১৫৯
সাত	: উত্তর-আফ্রিকায় বার্বারদের বিদ্রোহ	১৬০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিশামের বিজয়াভিযানসমূহ # ১৬৪

এক	: পশ্চিমাঞ্চল বা পশ্চিম ফ্রন্ট	১৬৪
দুই	: পূর্বাঞ্চল বা পূর্ব ফ্রন্ট	১৬৮
তিন	: বিজয় থেকে অর্জিত শিক্ষা ও উপদেশ এবং বিজয়ের পেছনে যাদের অবদান ছিল	১৭১
চার	: হিশামের মৃত্যু ও পতনের সূচনা	১৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন # ১৮০

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিকের শাসনকাল # ১৮১

এক	: খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণ	১৮২
দুই	: সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাঁর মনোযোগ	১৮৩
তিন	: প্রশাসনিক পরিবর্তন	১৮৫
চার	: ওয়ালিদপুত্র হাকাম ও উসমানের জন্য বায়আতগ্রহণ	১৮৮

পাঁচ : ওয়ালিদের প্রতিশোধপরায়ণ আচরণ ১৮৯
ছয় : ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালিদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের মূল শক্তিসমূহ ১৯১
সাত : রাজধানী দখল ও ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদের হত্যাকাণ্ড ২০০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিক # ২১২

এক : ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালিদের শাসনপদ্ধতি ২১২
দুই : নিজের সমর্থকদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন ২১৬
তিন : ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালিদের বাণী ও তাঁর মৃত্যু ২১৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইবরাহিম ইবনুল ওয়ালিদ # ২২০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ # ২২২

এক : মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদের সামরিক সক্ষমতা ২২৩
দুই : খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণ ২২৪
তিন : শাম ও ইরাকের বিদ্রোহ এবং হিজাজে আবু হামজা খারিজির বিদ্রাহ ২২৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আব্বাসি দাওয়াত ও উমাইয়া খিলাফতের সমাপ্তি # ২৩৮

এক : আব্বাসিদের ইতিহাসের গোড়ার কথা ২৩৮
দুই : গোপনীয় স্তরে আব্বাসি বিপ্লবের সূচনা ২৪৮
তিন : আব্বাসি বিপ্লবের ঘোষণা ২৭১
চার : ইরাক অভিমুখী খোরাসানি বাহিনীর নেতৃত্বে কাহতাবা তায়ির নিয়োগ ২৯৩
পাঁচ : আব্বাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ২৯৭
ছয় : জাবযুদ্ধে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসিদের বিজয় (১৩২ হিজরি) ৩০১
সাত : শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদের হত্যাকাণ্ড (১৩২ হিজরি) ৩০৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ # ৩১০

এক : উমর ইবনু আবদুল আজিজের ইসলাহি প্রকল্পসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব ৩১৩

দুই : জুলুম-নিপীড়ন ৩১৪
তিন : ভোগবিলাস ও মনস্কামনায় ডুবে থাকা ৩১৮
চার : শুরা-পদ্ধতি বাতিল করা ৩২০
পাঁচ : উত্তরাধিকার-নীতি ৩২০
ছয় : উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহসমূহ ৩২২
সাত : গোত্রপ্রীতি ৩২৪
আট : আজাদকৃত দাসদের ভূমিকা ৩২৭
নয় : সভ্যতার প্রবাহ গড়ে তুলতে উমাইয়াদের ব্যর্থতা ৩৩০
দশ : শাসক-পরিবারের গৃহদাহ ৩৩২
এগারো : রাষ্ট্রীয় নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠনে ব্যর্থতা ৩৩৪
বারো : উমাইয়া খিলাফত রক্ষায় মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদের ব্যর্থতা ৩৩৭

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাস বিকৃত করা কিছু গ্রন্থ
প্রাচ্যবিদ্যা ও ইসলামি ইতিহাস # ৩৫০

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের প্রাথমিককালের ইতিহাস বিকৃত করা গ্রন্থাবলির ব্যাপারে সতর্কবাণী # ৩৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচ্যবিদ্যা ও ইসলামি ইতিহাস # ৩৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট # ৩৬৭

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা চাই অন্তরের কুমন্ত্রণা ও মন্দকাজ থেকে। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও অংশীদারহীন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ বলেন,

> ইমানদারগণ, আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত, ঠিক সেভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

তিনি আরও বলেন,

> হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাঁদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো এবং রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। [সুরা নিসা : ১]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

> মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার প্রতিপালক, সব প্রশংসা আপনার জন্য, যা আপনার মহান সত্তা ও মহাশক্তির উপযোগী। সব প্রশংসা আপনার জন্যই, আপনার সন্তুষ্টি লাভ করা পর্যন্ত; সন্তুষ্টির সময় এবং সন্তুষ্টিপরবর্তী সময়ও। আপনার মাহাত্ম্যের উপযুক্ত সব প্রশংসাই আপনার

জন্য। সব স্তুতিবাক্যও আপনার জন্যই নিবেদিত, যা আপনার বড়ত্বের উপযুক্ত। তাবৎ মহিমা-গৌরবও আপনার জন্য, যা আপনার গৌরব ও বড়ত্বের যোগ্য।

গ্রন্থটিতে আমি আলোচনা করেছি ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিক ও হিশাম ইবনু আবদুল মালিকের শাসনামলের। তুলে ধরেছি ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদ, ইয়াজিদ ইবনু ওয়ালিদ ও ইবরাহিম ইবনু ওয়ালিদের শাসনকালের বিবরণ। এর পাশাপাশি আলোচনা করেছি ইয়াজিদ ও হিশামের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসমূহের বিবরণ। হিশাম ইবনু আবদুল মালিকের মৃত্যুকে আমি উমাইয়া খিলাফতের দুর্বল হয়ে পড়া ও পতনের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করেছি। এরপর তুলে ধরেছি আব্বাসি দাওয়াতের গোড়ার কথা, অনুসারীদের জন্য তাদের গৃহীত প্রকাশ্য ও গোপনীয় কর্মসূচির বিবরণ। তাদের নেতৃত্বের কথা। তাদের সাংগঠনিক কাঠামো, পরিকল্পনা নির্ধারণ ও নেতৃবৃন্দের সামনে পরিস্থিতির বিবরণ তুলে ধরার ব্যবস্থা। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের বিপ্লবদর্শনে তাদের অনুপ্রাণিত হওয়া এবং আব্বাসি বিপ্লবের প্রকাশ্য ঘোষণার কাল ও প্রেক্ষাপট; সবই বর্ণনা করেছি।

তুলে ধরেছি উমাইয়া শেষ খলিফা মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদের শাসনকালের চিত্র। তাঁর শাসনামলে ফুঁসে ওঠা বিদ্রোহের দমনে তাঁর প্রয়াসের কথা। জাব-এর যুদ্ধে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসিদের চূড়ান্ত বিজয়ের আলোচনা।

স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে তুলে এনেছি উমাইয়া খিলাফতের পতনের কারণসমূহ। সমাজবিপ্লব ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নীতিমালার আলোকে এসবের বিশ্লেষণও করেছি। উমাইয়াদের পতনের জন্য দায়ী যেসব কারণ আমি উল্লেখ করেছি—উমর ইবনুল আবদুল আজিজের ইসলাহি কর্মসূচিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব, জুলুম-নিপীড়ন, ভোগবিলাস ও মনস্কামনায় ডুবে থাকা, শুরাপদ্ধতি বাতিল করা, উত্তরাধিকার-নীতি ও উমাইয়াদের বিরুদ্ধে হুসাইন ইবনু আলি, জায়েদ ইবনু হুসাইনের বিদ্রোহের পাশাপাশি খারিজিদের অব্যাহত বিদ্রোহ। এসবের সঙ্গে আরও যেসব কারণের বিবরণ তুলে ধরেছি—উমাইয়াদের গোত্রপ্রীতি, আজাদকৃত দাসদের ভূমিকা, সভ্যতার প্রবাহ গড়ে তুলতে তাদের ব্যর্থতা, শাসক-পরিবারের গৃহদাহ, রাষ্ট্রীয় নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন ও নিজেদের কট্টর সমর্থক তৈরিতে ব্যর্থতার পাশাপাশি বিভিন্ন কারণে নিজেদের প্রতিপত্তি ও শরয়ি বৈধতা হারানো।

আর উমাইয়া খিলাফত রক্ষায় মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদের ব্যর্থতার যে কারণসমূহ আমি উল্লেখ করেছি—তাঁর শাসনের আইনানুগ স্বীকৃতির অনুপস্থিতি, হাররানে রাজধানী স্থানান্তর, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গঠনে ব্যর্থতা, খোরাসানের বিরোধীপক্ষকে তুচ্ছজ্ঞান, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা, মিত্রদের দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং শত্রুদের কাছে টানা, শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করতে অর্থ ও কৌশলের ব্যবহার না করা, উমাইয়া

সাম্রাজ্যের ওপর জাহমিয়াদের অশুভ প্রভাব, নিয়ন্ত্রণহীনতা, বিকল্প ব্যবস্থার প্রতি অমনোযোগ, আস্থার সংকট এবং এর প্রতি নিজের লোকদের বিদ্বেষ ও জাবযুদ্ধে শামবাসীর মারওয়ানের সঙ্গত্যাগ। এর পাশাপাশি উল্লেখ করেছি কীভাবে আব্বাসি নেতারা নিজেদের মতাদর্শের প্রচারে এসব নিয়ামকের পূর্ণ ব্যবহার করেছেন।

গ্রন্থের শেষভাগে ইসলামের প্রাথমিককালের ইতিহাস বিকৃত করা গ্রন্থাবলির ব্যাপারে একটি সমীক্ষা তুলে ধরেছি। সেসব গ্রন্থের তালিকায় রয়েছে ইবনু কুতায়বার নামে প্রচারিত *আল-ইমামাতু ওয়াস সিয়াসা*, ইসফাহানি প্রণীত *কিতাবুল আগানি*, *তারিখু ইয়াকুবি* এবং মাসউদি রচিত *মুরুজুজ জাহাব ও মাআদিনুল জাওহার*।

এর পাশাপাশি আমি সে-সকল প্রাচ্যবিদের ব্যাপারেও সতর্ক করেছি, যারা কৌশলে ইসলামি ইতিহাসকে কলঙ্কলিপ্ত করার কাজ করেছে। বাস্তব সত্যকে ইচ্ছাকৃত ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এরপর পরিশিষ্টের মধ্যমে গ্রন্থের ইতি টেনেছি।

শুরু ও শেষে সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই—যিনি আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর সুন্দর নাম ও গুণের অসিলায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ কাজগুলো একমাত্র তাঁর জন্যই কবুল করেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত করেন, যেন গ্রন্থটির প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান আমি আমার পুণ্যের পাল্লায় পেয়ে যাই। এ কাজে যে-সকল ভাই আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ যেন তাদেরও উত্তম প্রতিদান দেন। এ গ্রন্থের প্রতিটি পাঠক ও মুসলমান ভাইয়ের কাছে আবেদন, তাদের দুআয় যেন আমাকে ভুলে না যান।

> হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকাজ করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [সুরা নামল : ১৯]

আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছেই তাওবা করছি। আর আমাদের শেষকথা এই—সব প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

মহান রবের ক্ষমার ভিখারি—
আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি

প্রথম অধ্যায়

আবদুল মালিকের দুই সন্তান ইয়াজিদ ও হিশাম

- আবদুল মালিকের ছেলে দ্বিতীয় ইয়াজিদ
- হিশাম ইবনু আবদুল মালিক
- হিশামের যুগে প্রশাসন ও অর্থব্যবস্থাপনা
- হিশাম ইবনু আবদুল মালিকের সময় বিদ্রোহ
- হিশামের বিজয়াভিযানসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবদুল মালিকের ছেলে দ্বিতীয় ইয়াজিদ

নাম ও বংশধারা : আমিরুল মুমিনিন ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইবনু আবিল আস ইবনু উমাইয়া ইবনু আবদি শামস, আবু খালিদ কুরাশি উমাবি। মায়ের নাম আতিকা বিনতু ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া।[১] ৭১, মতান্তরে ৭২ কিংবা ৬৬ হিজরিতে তিনি দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। তবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মত হলো ৭২। ফর্সা, সুঠামদেহী ও দীর্ঘকায় ছিলেন। চেহারা ছিল গোলাকৃতির। মৃত্যুকালে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হননি এবং তাঁর চুল-দাড়িতেও পাক ধরেনি।[২]

এক. খিলাফতপূর্ব জীবন

কুরাইশরা তাঁর ব্যক্তিত্ব, আখলাক, বিনয় ও পরিমিতিবোধের কারণে তাঁকে খুব ভালোবাসত। তিনি তাদের প্রিয়ভাজন ছিলেন। তাঁর প্রতি মানুষের আস্থা জন্মেছিল যে, তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পেলে পূর্বসূরি খলিফা উমর ইবনু আবদুল আজিজের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।[৩]

তাঁর পিতা খলিফা আবদুল মালিক তাঁর শিক্ষাদীক্ষার অনেক উত্তম ব্যবস্থা করেন। ফলে যুগের শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও আলিমদের কাছ থেকে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয় তাঁর। যেমন : বিখ্যাত মুফাসসির জাহহাক, আমির ইবনু শুরাহবিল, ইসমাইল ইবনু উবায়দুল্লাহ ইবনু আবিল মুহাজির এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম জুহরি প্রমুখ—যাঁকে আমরা ইমাম জুহরি নামে চিনি।

মূলত তিনি ইমাম ইসমাইল ইবনু আবিল মুহাজির ও ইমাম জুহরির কাছে শিষ্টাচার গ্রহণ করেন।[৪]

---

১ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৩/১২।

২ *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৫/১৫০।

৩ *আদ-দাওলাতুল উমাইয়া ফি আহদি ইয়াজিদ*, আবদুল্লাহ শারিফ : ৪৬।

৪ প্রাগুক্ত : ৬৩।

খলিফা হওয়ার আগে তিনি আলিমদের মজলিস ও দারসে বসতেন এবং তাঁদের সাহচর্যে অধিক সময় ব্যয় করতেন। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁদের কথা শুনতেন। তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা লাভ করতেন।

যে-সকল শায়খের থেকে তিনি জ্ঞান হাসিল করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম মাকহুল, শামের বাসিন্দা ইমাম জুহরি এবং মদিনার আলিমদের মধ্যে মাকবুরি ও ইবনু আবিল ইতাব রাহিমাহুমুল্লাহ।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি অনেক উঁচু স্তর লাভ করেন। বিশেষত হাদিস মুখস্থ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর এমন পারদর্শিতা ছিল যে, অনেকে তাঁকে মুহাদ্দিস হিসেবে গণ্য করেছেন।[৫]

ইবনু জাবির রাহ. বলেন, একবার ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিক ইমাম মাকহুলের মজলিসে উপস্থিত হন। আমরা তখন সরে তাঁর জন্য জায়গা করে দিতে ব্যতিব্যস্ত হলে মাকহুল বলেন, তোমরা সরে বসো না। সে যেখানে জায়গা পায় তাকে সেখানেই বসতে দাও; এতে সে বিনয় শিখতে পারবে।[৬]

উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ. তাঁর সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করতেন।[৭]

দুই. খিলাফতগ্রহণ

তাঁর ভাই সুলায়মান খলিফা থাকাকালে এক নির্দেশ জারি করেন, উমর ইবনু আবদুল আজিজের ইনতিকালের পর ইয়াজিদ খলিফা হবে। সে মোতাবেক উমরের মৃত্যুর পর ১০১ হিজরির রজবের শুক্রবার তিনি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন।[৮]

খিলাফতের দায়িত্ব পেয়ে তিনি উমর ইবনু আবদুল আজিজের পদাঙ্ক অনুসরণের সংকল্প করেন। কথামতো তা করতেও থাকেন। তবে সেটা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি। ইমাম জাহাবি রাহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি শাসনকাজের যোগ্য ছিলেন না। তাঁর সমস্ত মনোযোগ ছিল আমোদ-প্রমোদ আর সুন্দরী গায়িকাদের প্রতি।[৯]

অবশ্য আল্লামা ইবনু কাসির বলেন, তাঁর মধ্যে তেমন কোনো সমস্যা ছিল না।[১০]

ড. আবদুল্লাহ শারিফ বলেন,[১১] স্পষ্ট বিষয় যে, উমাইয়া সাম্রাজ্যেকে নেতৃত্ব দান, বিরাট

---

[৫] প্রাগুক্ত : ৬৫।

[৬] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৫/১৫০।

[৭] *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া ফি আহদিল খলিফা ইয়াজিদ ইবনি আবদিল মালিক* : ৬৫।

[৮] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৩/১৩।

[৯] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৫/১৫২।

[১০] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৩/১৪।

[১১] ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিক সম্পর্কে আমার কাছে ড. আবদুল্লাহ শরিফের লেখাই সবচেয়ে ভালো লেগেছে।

কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জনের মতো যথেষ্ট রাজনৈতিক যোগ্যতা ও প্রশাসনিক সক্ষমতা ইয়াজিদের ছিল না। তিনি গড়পড়তা একজন সাধারণ শাসক ছিলেন। আমিরে মুআবিয়া রা.-এর মতো রাজনৈতিক দূরদর্শিতা কিংবা খলিফা আবদুল মালিকের মতো প্রশাসনিক দক্ষতা কিংবা উমর ইবনু আবদুল আজিজের মতো সংস্কারকামিতা তাঁর মধ্যে ছিল না। অবশ্য তিনি তাঁর ছেলে ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদের মতো খারাপ শাসকও ছিলেন না।

মূলত উমর ইবনু আবদুল আজিজের পরই তাঁর খলিফা হওয়া উমর ও তাঁর শাসনামলের মধ্যে বিশাল পার্থক্য নির্ণয় করেছিল। সাধারণ মুসলিমরাও তাঁর শাসনের কদর্য দিক ধরে ফেলে।[১২]

ইয়াজিদ চাইলে রাষ্ট্র পরিচালনায় উমর ইবনু আবদুল আজিজের নীতি-আদর্শ অনুসরণ করতে এবং তাঁর শাসনামলের মতো শাসনকাজে আলিমদের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দিতে পারতেন। এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু অধিকাংশ আলিম এ ব্যাপারে নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁরা পিছিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে জনগণ আরেকটি সফল অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে—যার জন্য তাঁরা অধীর অপেক্ষায় ছিলেন এবং যে শাসনের মধ্য দিয়ে তারা খুলাফায়ে রাশিদিনের স্বর্ণযুগ প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারতেন।

ইয়াজিদের শাসনামলে আলিমদের এই যে নিস্পৃহ ভাব, এর পেছনে অবশ্য কিছু কারণ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি :

১. ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিকের ব্যক্তিত্ব

ইয়াজিদ ও উমর ইবনু আবদুল আজিজের ব্যক্তিত্বে বিস্তর ফারাক ছিল। মানুষকে ভয় ও কঠোরতা প্রদর্শন ছাড়া আল্লাহর বিধান মোতাবেক পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় অভ্যস্ত করে তুলতে উমরের যে পরিমাণ উদ্দীপনা ও ব্যাকুলতা ছিল, ইয়াজিদের ততখানি ছিল না। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তো ছিলই। যেমন : উমর খিলাফতকে খোদাপ্রদত্ত বিরাট দায়িত্ব মনে করতেন। ক্ষমতাভোগ নয়; নিজের ও পরিবারের সুখ-শান্তির চেয়ে জনগণের সুখ-শান্তিকে তিনি বেশি প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু ইয়াজিদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন ছিল না। তাই তিনি উমরীয় নীতির ওপর ৪০ দিনের বেশি থাকতে পারেননি। তারপর গতানুগতিক শাসকের নীতিতে ফিরে তাদের মতো হয়ে যান।[১৩]

তাঁর গ্রন্থটি সত্যিই অনন্য বৈশিষ্ট্যের।—ড. সাল্লাবি।

[১২] *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া ফি আহদিল খলিফা ইয়াজিদ ইবনি আবদিল মালিক* : ৭৩।

[১৩] *আসারুল উলামা ফিল হায়াতিস সিয়াসিয়া* : ১১৪।